দৈনিক ইনকিলাব

2 8 JUL 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3

25

শিক্ষাঙ্গন

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। বিগত দিনগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ডিগ্রী কিংবা আরো উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে কমে আসছে। ১৯৮৬ সালের বিএ/বিএসসি/বিকম পরীক্ষার পাসের হার অনুযায়ী বুঝা যায় দেশে প্রচুর ডিগ্রী পাস ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। যাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর ডিগ্রী নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর তার প্রধান কারণ হলো (ক) উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, (খ) সীমিত আসন সংখ্যা, (গ) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে সীমিতসংখ্যক বিষয়ের উপর পড়ার সুযোগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনিয়ারী কোর্সে সীমিতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় বলে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত। আর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে খুব কমসংখ্যক বিষয়ে প্রিলিমিনিয়ারী কোর্স খোলা থাকায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী হতাশার চরম পর্যায়ে।

বিশেষ করে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী অংক, পদার্থ, রসায়ন নিয়ে বিএসসি পাস করছে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় ভর্তি হতে পারবে না।

কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ঐসব বিষয়ে প্রিলিমিনিয়ারী কোর্স খোলা হয়নি। আর ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য কোন বিষয়ে ভর্তির চেষ্টাও করতে পারে না। কারণ, ডিগ্রীতে যেসব বিষয় থাকে একমাত্র সেসব বিষয়েই এমএসসি পড়া যায়। বর্তমান নিয়মানুযায়ী অন্য বিষয়ে ভর্তি হতে হলে ১ বছর ড্রপ দিয়ে সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা দিয়ে নিতে হয়। এমনিতেই উচ্চ শিক্ষার প্রতি অনীহা তার উপর আবার ১ বছর ড্রপ দিয়ে সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা ক'জনের আছে?

পদার্থ কিংবা রসায়ন বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতির অভাবে প্রিলিমিনিয়ারী খোলা সম্ভব না হলেও উচ্চ শিক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অন্ততঃ বিএসসি পাস করা ছাত্রদের জন্য "গণিত" বিষয়ের উপর প্রিলিমিনিয়ারী কোর্স চালু করলে উপকৃত হবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণেচ্ছুক অগণিত অসহায় ছাত্র-ছাত্রী।

—আবদুল হক খোকা

প্রসঙ্গঃ নকল প্রবণতা

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা এখন ছাত্রদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। আমাদের এই ঘুণে ধরা সমাজে নকল প্রবণতা বন্ধের দিকে কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সেখানে এই দুর্নীতির জন্য শিক্ষক সম্প্রদায়কে দায়ী করা নিশ্চয়ই অমূলক। যেখানে শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত জীবননাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে; অভিভাবকরা যেখানে ছেলেমেয়ের সার্টিফিকেটের জন্য যেনতেন প্রকারে নকল সরবরাহের জন্য বদ্ধপরিকর— সেখানে তাঁরা কিইবা করতে পারেন। স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তির ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকার করলে শিক্ষকদের নাজেহাল হতে হয়। প্রভাবশালী অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের নকল করতে দিতে হয়। ছাত্রদের চাপের মুখে বহিস্কৃত ছাত্রের খাতা ফিরিয়ে দিতে হয়।

যারা বেশী কড়া শিক্ষক (অর্থাৎ নকল পছন্দ করেন না) তাদেরকে অনবরত গালমন্দ করা হয়— এমনকি হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়। এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষকসমাজকে নীরব ভূমিকা পালন করতে হয়। আর শিক্ষকদের অপমান করা তো আজকাল কোন ব্যাপারই নয়। যেখানে শিক্ষাঙ্গন আজ অস্ত্রের ঝনঝনানিতে তথা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, সেখানে শিক্ষক সম্প্রদায়ের কি করণীয় সেটা অভিজ্ঞ মহল ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন।

তাই এখন প্রয়োজন প্রশাসন, অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই নকল প্রবণতা রোধ করা। তাহলেই এই নকল প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব হবে এবং জাতিও বাঁচবে।

— আবদুল মোহাইমেন পল্লব